

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
NATIONAL UNIVERSITY
৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী





بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
০৫ কার্তিক ১৪৩৩
২১ অক্টোবর ২০২৬

বাণী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দেশের উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষার্থী ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার নিরিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু দেশের নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সারা দেশে বিস্তৃত অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানটি দেশের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে উচ্চশিক্ষাকে হতে হবে যুগোপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মমুখী। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশও জরুরি, যাতে তারা আগামী দিনে যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষতাভিত্তিক কোর্স-কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে শুধু সনদ অর্জন নয়, শিক্ষার্থী যাতে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে কর্মজীবনে সফল হতে পারে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে কারিগরি, প্রকৌশল, ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং দেশ-বিদেশের কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, কারিগরি এবং বাস্তবমুখী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা কেবল দেশের উন্নয়নই নয়, বিশ্বমঞ্চেও বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে।

আমি আশা করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, সেশনজটমুক্ত শিক্ষাবর্ষ ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি গতিশীল শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করতে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর



ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৯২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ তিন দশকের পথ পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠানটির কলেবর বৃদ্ধি হলেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের অভিযাত্রা এখনো শেষ হয়নি। বিগত ১৭ বছরে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটি কাটিয়ে উঠে উচ্চশিক্ষাকে যুগোপযোগী, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষাকার্যক্রমে আইসিটি ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান দেশের টেকসই উন্নয়নে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব ও দূরপ্রসারী সংস্কারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চশিক্ষাকে কেবল সনদমুখী না রেখে দক্ষতা মুখী করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণ, আইসিটি নির্ভর শিক্ষা প্রদান, গবেষণা বৃদ্ধি এবং সেশনজট নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের যুবসমাজকে বিশ্বমানের মানবসম্পদে রূপান্তর করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে কর্মসংস্থানমুখী গুণগত মানের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এ প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করি।

ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন



প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ
ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানার্জন নয়, অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের মুক্তি, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে সফলভাবে প্রয়োগ করার মধ্যেই এর প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত। আর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হলো- সেই জ্ঞানকে সৃজনশীলতা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে এমন এক রূপান্তরকামী শক্তিতে পরিণত করা-যা মানুষকে আত্মনির্ভর, সমাজকে প্রগতিশীল এবং রাষ্ট্রকে বিশ্ব পরিসরে মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সেই প্রত্যয়কে ধারণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ থেকে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে এক নতুন অভিযাত্রায় অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা মনে করি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কেবল সংখ্যাগত সম্প্রসারণে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, উচ্চশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত বিশ্বমান অর্জন, গবেষণা ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে ঈর্ষণীয় অবস্থান তৈরির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতায় নির্ধারিত হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের আলোকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আমূল সংস্কারের মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ- যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন শিক্ষার্থীও বিশ্বমানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে জ্ঞানচর্চা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রাণকেন্দ্র।

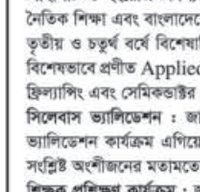
১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত ৩৭ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষাকে নগরকেন্দ্রীক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠার ৩৪ বছরে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী ২৩১৮টি অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রায় ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থী এবং লক্ষাধিক শিক্ষককের সমন্বয়ে এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে। সেই অর্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রযাত্রার সমর্থক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এমপির দিকনির্দেশনার আলোকে দক্ষতানির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইংরেজি শিক্ষাকে সিলেবাসে অবশ্যপাঠ্যকরণ করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিভুক্ত সকল কলেজের শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কোর ট্রেইনার, মাস্টার ট্রেইনারসহ সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইনস্টিটিউট।

২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর বর্তমান প্রশাসনের উদ্যোগে সারাদেশে দুই সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবনতিশীল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করে শিক্ষার্থী, শিক্ষককে ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনা, কলেজ পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, ভর্তি পরীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন, সর্বনিম্ন ২৪ কর্মদিবস থেকে ৪৭ কর্মদিবসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করে সেশনজট উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই ক্ষণে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি, অধিভুক্ত সকল কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ



৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর
মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার
প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

এগিয়ে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পদার্পণ করছে এক নতুন প্রত্যয়, সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের অঙ্গীকার নিয়ে। ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর মহান জাতীয় সংসদে ৩৭ নম্বর আইন পাস এবং পরদিন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ হ্রাস এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কলেজশিক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৩১৮টি কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। দেশের উচ্চশিক্ষার প্রায় ৭০ শতাংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে এক কোটিরও বেশি স্নাতক ডিগ্রিধারী দেশে-বিদেশে শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, প্রযুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহর নেতৃত্বে বর্তমান প্রশাসন পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, কলেজ ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীকল্যাণ কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, যুব কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মানবসম্পদ বিকাশের নীতিগত অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসব কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : শিক্ষা কিংবা প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও জবাবদিহিমূলক করতে বিকেন্দ্রীকরণের বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে এ পর্যন্ত ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারিকুলাম ও সিলেবাস সংস্কার : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোগ হলো প্রচলিত পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে রূপান্তর। শিক্ষাক্রমকে শ্রমবাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২টি বিষয়ের ৪ হাজার ২০০টি কোর্সের সংস্কার চলছে। ইতোমধ্যে ৫৫০টি কোর্সের সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে।

আইসিটি ও ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য : নতুন শিক্ষাক্রম কাঠামোয় প্রথম বর্ষে বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, নৈতিক শিক্ষা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও পরিচয়; দ্বিতীয় বর্ষে প্রায়োগিক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ইংরেজি; তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে বিশেষায়িত কর্মমুখী কোর্স ও যোগাযোগভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে প্রণীত Applied ICT Course-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, আউটসোর্সিং, ডেটা প্রসেসিং, ফ্রিল্যান্সিং এবং সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

সিলেবাস ভ্যালিডেশন : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস সংস্কার ও কারিকুলাম ভ্যালিডেশন কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, বিষয়বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমকে আরও বাস্তবসম্মত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেশব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ICT বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহের ১২,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৫০০ জন শিক্ষকের ICT প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এই কার্যক্রমে এনএসডিএ, এটুআই, আইসিটি ডিভিশন ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছে।

ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড প্রদান : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে সেরা ফলাফল অর্জনকারী ৫৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড' এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিতসহ ২ হাজার ৯৮৭ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ : বাংলাদেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যেতে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি ম্যান্ডারিন, জাপানি, কোরীয়, আরবি, ইতালীয়, স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে Multi Language Learning Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব গঠনের কার্যক্রম পুরোদমে চলছে।

লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস কর্মসূচি : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন-দর্শনে শিক্ষা শুধু কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি নয়; এটি সুস্থ, সংবেদনশীল, নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এ উপলব্ধি থেকেই 'Learning with Happiness' কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, খেলাধুলা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ট্রি' কর্মসূচি : পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে 'One Student One Tree' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর হাতে প্রতিবছর একটি করে বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশের দুই শতাধিক কলেজে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

গ্রিন এনার্জি ও গ্রিন ক্যাম্পাস : 'Green Campus' ও 'Green Energy' উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিভুক্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে প্রায় ১,০০০ মেগাওয়াট গ্রিন এনার্জি বা পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি : বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাগত সংস্থা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্যের স্যালফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব নিউ হ্যাভেন, চীনের হোপ এডুকেশন, অক্সফোর্ড একিউএ, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, এটুআই, এসিসিএ, এনএসডিএ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের সিনাওয়াত্রা ইউনিভার্সিটি, ইএটিএল ইনোভেশন হাবসহ ১৫০টিরও বেশি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমওইউ স্বাক্ষর করেছে।

সমীক্ষা কার্যক্রম : ইউনিসেফের সহযোগিতায় এবং সরকারের নীতিগত দিকনির্দেশনার আলোকে Feasibility Study to Assess the Future Readiness and Responsiveness of Bangladesh's Higher Education System শীর্ষক গবেষণামূলক সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা কতখানি ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম, কোন কোন খাতে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কী ধরনের কর্মমুখী কোর্স প্রয়োজন, তা নিরূপণ করা।

মাইক্রো-লার্নিং ও মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়াল কোর্স : সমসাময়িক শিক্ষাভাবনায় Micro-Credentials ও Stackable Learning Pathway ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন কারণে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া তরুণদের জন্য ১০ থেকে ১২ ক্রেডিটের মাইক্রো-লার্নিং ও মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়াল কোর্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাফতরিক কার্যক্রম গতিশীল ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। পুরনো নথি আর্কাইভে নেওয়ার পাশাপাশি ডি-নথির ব্যবহারও বাড়ানো হচ্ছে।

ক্যারিয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা : শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান সহায়তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনতে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে Career Center প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, চাকরির সাক্ষাৎকার প্রস্তুতি, জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন, ইন্টার্নশিপ সহায়তা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং ফ্রিল্যান্সিং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ডিজিটাল অবকাঠামো ও অনলাইন এডুকেশন : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল আইডি প্রদান, স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন, কম্পিউটার ল্যাব উন্নয়ন এবং অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি স্থাপন নয়; বরং প্রযুক্তিকে পাঠদান, মূল্যায়ন, গবেষণা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফল প্রকাশে অগ্রগতি : বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রস্তুত এবং সনদ প্রদান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। এই জটিলতা নিরসনে এক্সামিনেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস) সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল ২৪ থেকে ৪৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়কে আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের AQA Global-এর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল এক্সাম সেন্টার প্রতিষ্ঠা : পরীক্ষার কারণে কলেজের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সমস্যাও দীর্ঘদিনের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারা বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনেক কলেজে নিয়মিত শ্রেণিপাঠ পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হয়। এ সমস্যা সমাধানে প্রাথমিকভাবে ৩০০টি এবং পর্যায়ক্রমে দেশের ৫০০টি উপজেলায় স্বতন্ত্র National Exam Center প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেশনজট নিরসনের উদ্যোগ : সেশনজট নিরসনে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন এবং প্রশাসনিক সমন্বয় জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেশনজটকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর : শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত মৌলিক পাঠ্যবই প্রণয়ন, গবেষণালব্ধ, একাডেমিক ও অনুবাদধর্মী প্রকাশনা কার্যক্রম জোরদার করতে বাংলা একাডেমি, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) ও দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)-এর সঙ্গে পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কলেজ মনিটরিং: সারাদেশে জেলাভিত্তিক কলেজ মনিটরিং কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কলেজ মনিটরিং ব্যবস্থাকে শুধু নিয়মতান্ত্রিক পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদানের মান, শিক্ষক উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, গবেষণা কার্যক্রম, অবকাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

অনার্স ভর্তি পরীক্ষা চালু : অনার্স প্রথম বর্ষে গুণগত মানোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সারাদেশে অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থী নির্বাচনে একটি সুশৃঙ্খল ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অংশ।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুনর্বহাল : ফ্যাসিস্ট শাসনামলে ২০১১